দৈনিক বাংলা

246

তারিখ 23/9/80
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

সৌদী আরবে রাজতন্ত্র এবং রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা

সৌদী আরবের জাতীয় দিবস উপলক্ষে

বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আজিজ

যুবরাজ ফাহদ বিন আবদুল আজিজ

বিশ্বের অন্য যেকোন রাষ্ট্রের চাইতে সৌদী আরবের ব্যাপারে তার বাদশাহ বিশেষভাবে জড়িত। বাদশাহ তার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন এক অনুপম ও অবিভাজ্য পদ্ধতিতে। বাদশাহ হচ্ছেন জনসাধারণের রক্ষক এবং তার প্রতি জনগণের রয়েছে অশেষ বিশ্বাস। দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণমূলক কাজ, সম্মান ও স্বার্থের ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিগতভাবে জনগণের সঙ্গে আলাপ করে থাকেন।

আরব রাষ্ট্রসমূহে রাজতন্ত্র সর্বদাই পরিচালিত হয়ে এসেছে রসুলে করিম (দঃ)-এর নির্দেশিত পথের উপর ভিত্তি করে এবং যুদ্ধ ও শান্তিকালীন পরাক্রমের উপর। এছাড়া জনসাধারণ আশা করে তাঁদের বাদশাহ হবেন জ্ঞানী অভিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ। অন্য কোন রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার দরুন জনগণ কখনো কখনো সৌদী আরবের রাজতন্ত্রকে সন্দেহাতীত বলে মনে করে থাকেন। দূর প্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রে ইতিপূর্বে যে ধরনের রাজতন্ত্র ছিল সেগুলো থেকে আরবের রাজতন্ত্র অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামের বাদশাহীর সঙ্গে কোন প্রকারের ঈশ্বরত্ব কখনো জড়িত ছিল না। তাঁরা এবং তাদের প্রজা[illegible] মধ্যে কোন প্রকারের ভেদাভেদ নাই। আল্লাহই হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং তাঁর কাছে রাজা ও প্রজা সবাই সমান। আরবের বাদশাহদের সম্মুখে কাউকে সেজদা বা নতজানু হতে হয় না।

বাদশাহের কর্তব্য হলো জাতিকে পরিচালনা করা এবং তার জনগণের সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রক্ষা করা। রাষ্ট্র পরিচালনা ও আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে মন্ত্রিপরিষদের উপর। তাঁরাই সরকারের সকল দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বাদশাহ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে থাকেন। আর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদেরকে। এভাবেই বাদশাহ এবং তাঁর মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে একটি কার্যকর সম্পর্ক রয়েছে। সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের কার্যপদ্ধতির উপর প্রধানমন্ত্রীর পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালনার দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর। এছাড়া—হিসাবরক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাউন্সিল ও অভিযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যুরোর রিপোর্ট ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

পবিত্র কোরান দেখিয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন, নিয়ম শৃংখলা এবং অগ্রগতির পথ, তাই পশ্চিমী জাতিগুলোর অনুরূপ পার্লামেন্টারী পদ্ধতির জন্য সৌদী আরবে 'ব্যালট বাক্সের' প্রয়োজন নাই। সরকার প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত মর্যাদাকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। একজন সাধারণ নাগরিক ও নির্ধারিত সময়ে তার অভাব অভিযোগ বা দাবী-দাওয়া নিয়ে বাদশাহর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতে পারে। এইসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাদশাহ স্বয়ং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের নির্দেশ বা তদন্তের আদেশ দিয়ে থাকেন।

আজকের শাসনকর্তা হিজ ম্যাজিস্টি বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান আল ফয়সল আল সাউদ হচ্ছেন মরহুম বাদশাহ আবদুল আজিজের সপ্তম পুত্র। বাদশাহ আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর বাদশাহ খালেদ হচ্ছেন তৃতীয় অধিপতি। আধুনিক সৌদী আরবের ইসলামী রাজতন্ত্রে বাদশাহ খালেদ ছাড়া রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বিশিষ্ট দায়িত্ব পালন এবং কার্যকরী নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

শরিয়ত আইনে বাদশাহ-এর কর্তব্য ও দায়িত্ব স্থির করা রয়েছে।

শাসনতন্ত্র :

সৌদী আরবের বিধিবদ্ধ সমাজের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে যে, সৌদী মুসলিমদের জন্য অন্য যেকোন পার্থিব শাসনতন্ত্রের চাইতে পবিত্র কোরান অনেক বেশী উপযোগী। সমগ্র জাতি ইসলামিক হওয়ার প্রেক্ষিতেই এই মৌলিক বিশ্বাস সুদৃঢ় হতে পেরেছে। দেশে অমুসলিম যে কয়জন আছেন তারা হচ্ছেন বিদেশী দূতাবাস, কারিগরি সহযোগিতা বা আন্তর্জাতিক ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ।

সৌদীদের মতে, ইসলামের ঐশ্বরিক শাসনতন্ত্র 'পবিত্র কোরান', সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সকল প্রকার কাজকর্মের পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শক।

মন্ত্রিপরিষদ

বাদশাহ এর কাছ থেকে সকল প্রকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত 'মজলিসে ওজারা' বা মন্ত্রিপরিষদ সৌদী সরকারের সকল শাসন ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রের প্রায় যেকোন ব্যাপারে তদারক করার ক্ষমতা এই মন্ত্রিপরিষদের রয়েছে। মরহুম বাদশাহ আবদুল আজিজ পশ্চিমী প্রদেশ হেজাজ সংক্রান্ত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য দুইটি প্রধান প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। প্রথমটি 'মজলিশ আল সুরা' অর্থাৎ আলোচনা পরিষদ—আজও বহাল রয়েছে। পরবর্তীকালে গঠিত 'মজলিস আল মাকালা' বা ডেপুটি পরিষদটি ১৯৫৩ সনে মন্ত্রিপরিষদে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্রকে সুসংহত করার ব্যাপারে এটি ছিল সর্বশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

পরিষদ সভাপতি

বাদশাহ মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসাবে পরিষদের যেকোন সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব নাকচ করতে পারেন। মন্ত্রীদের পদত্যাগ বা পদচ্যুতি মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কর্তৃক একটি রাজকীয় ফরমান মারফত অনুমোদিত হয়ে থাকে।

মন্ত্রিপরিষদের নতুন (১৯৫৮) গঠনতন্ত্রে উপরাষ্ট্রপতি (বর্তমানে প্রথম ডেপুটি প্রেসিডেন্ট) পদটি স্থায়ী করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ও বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে ক্রাউন প্রিন্স বা শাহজাদা মন্ত্রিপরিষদের প্রথম সহকারী (ফার্স্ট ডেপুটি) নির্বাচিত হন। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক প্রতি মাসে বসে। তবে বাদশাহ প্রয়োজন মনে করলে যেকোন সময় বৈঠক ডাকতে পারেন। বর্তমানে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক হয়ে থাকে। সাধারণতঃ মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের কার্যবিবরণী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না। ফার্স্ট ডেপুটি মন্ত্রিপরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠকসমূহে সভাপতিত্ব করে থাকেন। রাষ্ট্রের বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন বা রাজ্যের উন্নয়ন কার্যক্রমের উন্নোধন সংক্রান্ত বিশেষ অধিবেশনসমূহে বাদশাহ স্বয়ং সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রিসভা

রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্নততর জীবন যাত্রার ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সরকারী দায়দায়িত্ব বৃদ্ধির দরুন বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা চৌদ্দ থেকে বাড়িয়ে বিশ (২০) করা হয়েছে।

প্রদেশসমূহ

রাজতন্ত্রে চারটি প্রদেশ রয়েছে। পশ্চিমে হেজাজ, মধ্য প্রদেশ নেজদ, দক্ষিণ-পশ্চিমে আসির এবং পূর্বাঞ্চল হাসা। প্রতিটি প্রদেশের জন্য একজন করে গবর্নর বা আমীর নিয়োজিত রয়েছেন। নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং শরিয়ত অনুসারে বিচার ব্যবস্থার পুরোপুরি দায়িত্ব হচ্ছে নিয়োজিত আমীরের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই আমীরদের নিয়োগ করে থাকেন। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ তাদের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। আল-মজলিশ আল বালাদি নামে কাউন্সিল সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ পরিচালনা করে থাকেন। মজলিশের সুপারিশসমূহ কার্যকর করার দায়িত্ব হচ্ছে প্রধান মিউনিসিপ্যাল কর্মকর্তার।

সিভিল সার্ভিস কমিশন

বিভিন্ন সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ সরবরাহের দায়িত্ব হচ্ছে সিভিল সার্ভিস কমিশনের। ১৯৬১ সনে এক রাজকীয় ফরমান জারির মাধ্যমে স্থাপিত ইনস্টিটিউট পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ও উন্নত মানের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা, গবেষণা এবং সংস্কারমূলক কাজের সরকারী সংস্থাগুলোকে সাহায্য দিয়ে থাকেন। মধ্যপ্রাচ্যে এটিই সম্ভবত সবচাইতে বড় এবং সুসজ্জিত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান।